২.৩ অনুবিভাগ-৩ঃ (প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য)

২.৩.১ প্রশাসন ও অধিশাখা

২.৩.১.১ গঠন ও কার্যাবলী

এ বিভাগের প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগে মোট ৪টি অধিশাখা এবং ৯টি শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রশাসনে ৩ টি এবং মধ্যপ্রাচ্যে ১টি অধিশাখার আওতায় রয়েছে। প্রশাসন অধিশাখার আওতায় মোট ৬ (ছয়) টি এবং মধ্যপ্রাচ্য অধিশাখায় ৩ (তিন) টি শাখা রয়েছে। প্রশাসন এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত কার্যক্রম গৃহীত হয়ে থাকে। তাছাড়াও এ বিভাগের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বিভাজন, কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বেতন-ভাতাসহ ও অন্যান্য বিলসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারি নির্বাচন ও মনোনয়ন, প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাদি, সাধারণ সেবা ও যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চাঁদা পরিশোধ, বৈদেশিক অর্থনৈতিক মিশনসমূহে নিয়োগ/প্রেষণ ও অর্থনৈতিক মিশনসমূহের কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কার্যাদি প্রশাসন অধিশাখা আওতাভুক্ত শাখা সমূহ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়।

২.৩.১.২ **নিয়োগঃ**

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের আইসিটি সেলের পদ-বিন্যাস অনুযায়ী সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট এর ১টি, সিনিয়র প্রোগ্রামার এর ১ টি, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এর ১টি, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এর ১টি ও কম্পিউটার অপারেটর-এর ৫টি পদসহ সর্বমোট ৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সৃজনকৃত এ সকল পদের মধ্যে সিস্টেমস এনালিস্ট পদ থেকে সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট পদে ১ (এক) জনকে পদোন্নতি, কম্পিউটার অপারেটর পদ থেকে সহকারী প্রোগ্রামার পদে ১ (এক) জনকে এবং কম্পিউটার অপারেটর পদ থেকে সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদে ১(এক) জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫৬টি শূন্য পদে নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২য় শ্রেণির অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১১৪টি। তন্মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ১০৭ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ৭টি। তৃতীয় শ্রেণির অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০৪টি । তন্মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ৬৪ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ৪০টি। চতুর্থ শ্রেণির অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১১০ টি। তন্মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ৮৩ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ২৭টি। যেহেতু সরকারি নিয়োগের প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ তাই সকল পদের পদোন্নতি প্রদান অন্তে প্রকৃত শূন্য পদসমূহ বের করার পর নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে।

২.৩.১.৩ পদোন্নতিঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১১ জন কর্মচারিকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে, ১০ জনকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং ৫ (পাঁচ) জন অফিস সহায়ককে অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়-এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে আরও ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২.৩.১.৪ পেনশনঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৩ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও ৫ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৩ জন অফিস সহায়ক-কে PRL প্রদান করা হয়েছে এবং ৯ জনকে পূর্ণ অবসর প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.১.৫ প্রশিক্ষণঃ

এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের যুগোপযোগী জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ৫০টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৭২ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভগের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/সংস্থায় সর্বমোট ২৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১ম,২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ৬৪৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ২৬টি বিষয়ের উপর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.১.৬ **মামলাঃ**

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির পর অবশিষ্ট মামলার সংখ্যা হলো ২টি বিভাগীয় মামলা, ২টি রিট মামলা এবং ১টি Administrative Tribunal Execution Case No. 3/2015 নামে চলমান রয়েছে।

২.৩.১.৭ উত্তম চর্চা এবং প্রশাসনের গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণসহ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী (২০১৬-২০১৭)

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার ICT-এর উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে ICT-তে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নিম্নোলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছেঃ

১. কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের যথাসময়ে উপস্থিতির জন্য দৈনন্দিন হাজিরা খাতার পাশাপাশি সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি অর্থাৎ ইন-আউট ডিভাইস এর ব্যবহার প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি ও অবস্থানের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

২. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে ই-ফাইলিং-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে নথি নিস্পত্তির ফলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সমগ্র বাংলাদেশে ই-ফাইলিং ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে।

৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উত্তম চর্চা ও দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং কর্মব্যবস্থাপনাকে দীর্ঘমেয়াদী ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আদেশ/বিজ্ঞপ্তিসমূহ এবং প্রশিক্ষণ/বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ কর্মকর্তাদের Mailbox এ প্রেরণ করা হয়, যাতে কর্মকর্তাগণ দ্রুত সরকারি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

৫. এ বিভাগে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং ১ (এক) জন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে, যিনি নিয়মিত এটি তদারকি করেন ও প্রয়োজন মত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

৬. এ বিভাগে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রশাসন-১ শাখা হতে ২ টি, প্রশাসন-২ শাখা হতে ৩ টি এবং প্রশাসন-৫ শাখা হতে ৫ টি পেনশন কেইস নিস্পত্তি করা হয়েছে। প্রশাসন-১ শাখা হতে ২ টি পেনশন কেইস পিআরএল শেষ না হওয়ায় তা নিস্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭. এ বিভাগে কর্মরত প্রথম শ্রেণির সকল কর্মকর্তার শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর, বহিঃবাংলাদেশ ছুটি অনুমোদন এবং বিদেশ ভ্রমণে কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রশাসন ্ও মধ্যপ্রাচ্য অনুবিভাগ থেকে প্রদান করা হয়।

৮. ১২৫টি দাপ্তরিক টেলিফানের মাসিক বিল পরিশোধসহ দাপ্তরিক টেলিফোন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯. ৫(পাঁচ) টি দাপ্তরিক ফ্যাক্সের বিল পরিশোধসহ বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০. ৭০ (সত্তর) টি আবাসিক টেলিফোনের বিল পরিশাধসহ বিভিন্ন কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এ বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সাথে কাজ করে থাকে বিধায় প্রতিদিনই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা ইত্যাদির সাথে সভা/সেমিনার/চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যদি কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। ফলে এনইসি-২ সম্মেলন কক্ষ, মাননীয় মন্ত্রী/সচিব এর দপ্তরসহ এ বিভাগের ১০টি অনুবিভাগে অনুষ্ঠিত সভা/সেমিনার/চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি অনুষ্ঠানে রাজস্ব খাত থেকে হালকা আপ্যায়ন বাবদ চা-নাস্তা সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১২. এ বিভাগে স্থাপিত ১৫০ লাইন বিশিষ্ট ইন্টারকম সিস্টেমের মধ্যে মাত্র ৩০টি ইন্টারকম লাইন Caller ID সুবিধাসম্পন্ন ইন্টারকম লাইন ছিল। প্রশাসনের গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণের জন্য পূর্বের ইন্টারকম সিস্টেম সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে ১৬৫ লাইন বিশিষ্ট নতুন ইন্টারকম সিস্টেম স্থাপন করা হয় যার ১৬৫ টি লাইনই Caller ID সুবিধাসম্পন্ন লাইন।

১৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ২ টি জিপ, ২ টি ভিআইপি কার, ৯ টি মাইক্রোবাসসহ মোট ১৬ টি যানবাহন আছে। সরকারি কর্ম সম্পাদনে আরো গতিশীলতা আনয়নে ও সরকারি কার্যার্থে কর্মকর্তাগণের আসা যাওয়ার জন্য আরো ৪ টি মাইক্রোবাস ও ১ টি মিনি বাস টিওএন্ডই-তে অর্ন্তভুক্তপূর্বক ক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যাতায়াতসহ কর্মসম্পাদন পূর্বের চেয়ে সহজতর হয়েছে।

১৪. অত্যাধুনিক সার্ভার রুম স্থাপনসহ নতুন ল্যান অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কাজ শেষ করা হয়েছে। ফলে কাজের গতি পূর্বের চেয়ে দ্রুততর হয়েছে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে।

১৫. ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে যে সকল কম্পিউটার পুরাতন মডেলের এবং ধীরগতি সম্পন্ন, মেরামত করেও সন্তোষজনক ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না এবং ব্যয় বহুল, ঐ সমস্ত কম্পিউটারসমূহ পরিবর্তন করে অত্যাধুনিক ওএস এপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার সমৃদ্ধ ৪৫ টি কম্পিউটার ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় করে অধিযাচন পত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছে, যা ই-ফাইলিং কার্যক্রমের সহায়ক। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে কাগজ বিহীন (Paper less) অফিস ব্যবস্থাপনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

১৬. এ বিভাগের ২য়,৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের ১৭২টি পরিচয়পত্র নতুনভাবে প্রদান করা হয়েছে।

২.৩.১.৮ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক উইং এর কার্যাবলীঃ

বিদেশে ইকনমিক উইংসমূহ বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি ও সম্পদের গতিশীলতা আনয়নে মিশন সংশ্লিষ্ট দেশের সংগে লিয়াঁজো রক্ষা করে অর্থনৈতিক সহায়তার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার উন্নয়ন সহায়তা সংক্রান্ত নীতিমালা, পদ্ধতি, পরিমাণ ও ধরণ সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করে।

Rules of Business, ১৯৯৬ (সংশোধিত ২০০৯) অনুসারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান কাজ হল, বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, বাজেট সম্পদের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা/সম্পদ (অনুদান, ঋণ) সংগ্রহ ও সরবরাহ ত্বরান্বিত করা। এ বৈদেশিক সহায়তা/সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। একই সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীরতর ও সহায়তা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বন্ধুপ্রতিম দেশ ও সংস্থায় ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক মিশন স্থাপন করে চলছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বর্তমানে অত্র বিভাগের আওতাধীন ৮টি ইকনমিক উইং রয়েছে। তন্মধ্যে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক ও জাপানে ইকনমিক মিনিস্টার পদে যুগ্ম-সচিব বা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা রোম, রিয়াদ ও ব্যাংকক-এ ইকনমিক কাউন্সেলর পদে উপ-সচিব বা সম পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা ও বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে প্রথম সচিব (ইকনমিক) পদে সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এছাড়া, ২০১৫ সনে চীনের বেইজিংস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কাউন্সেলর পর্যায়ে ইকনমিক উইং স্থাপন করা হয়েছে এবং এ উইং-এ ইতোমধ্যে ইকনমিক কাউন্সেলর নিয়োগ করা হয়েছে।

২.৩.১.৯ নিম্নে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদেশস্থ মিশনে ইকনমিক উইং-এর পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী বর্ণনা করা হলোঃ

সকল ইকনমিক উইং এর সাধারণ কার্যাবলী-

- অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারকরণ;
- বৈদেশিক সম্পদ আহরণ;
- উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধি ও ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা;
- উভয় দেশ/সংস্থার বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা;
- উভয় দেশের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি, কারিগরি সহায়তা ও সম্পদের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কাজ করা;
- দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করে সরকারকে অবহিত করা;

২.৩.১.১০ ইকনমিক উইং ভিত্তিক জনবল এবং সাধারণ ও সম্পাদিত কার্যাবলী-

ইকনমিক উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন-ডিসি ঃ

জনবলঃ ইকনমিক মিনিস্টার-১ জন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১জন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১জন

কার্যাবলীঃ

- অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারসহ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখা;
- যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট হতে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্তিতে ইউএসএআইডি এর সাথে লিয়াঁজো রক্ষা করা;
- Mellinium Challange Corporation, Heritage Foundation, Freedom House, World Bank Institute সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষাসহ তাদেরকে বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করা ।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- এ বছরে ইকনমিক উইং, ওয়াশিংটন-ডিসি বাংলাদেশে বিরাজমান উন্নততর বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও সুশাসন অবহিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন । তন্মধ্যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেমনঃ ইউ এস এইড, মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন উল্লেখযোগ্য ।
- প্রকল্প সহযোগিতা তথা সার্বিক সহায়তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মিশন USAID এবং বিশ্ব ব্যাংক এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে ।
- এছাড়া, ইকনমিক উইং, ওয়াশিংটন-ডিসি এর উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রকারের বন্ড যেমন; ওয়েজ আর্নার্স বন্ড, ইউএসডি ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ইউএসডি প্রিমিয়াম বন্ড ইত্যাদিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । ফলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বর্ণিত বন্ডসমূহে বিনিয়োগে উল্লেখ্যযোগ্য সাড়া পাওয়া যায় ।
- ওয়াশিংটন-ডিসিতে ১৯-২৫ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর Spring সভায় কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে ।
- ওয়াশিংটন-ডিসিতে ৫-১১ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর বার্ষিক সভা, কমনওয়েলথ সভা এবং ভি-২০ (Vulnerable-20) এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কার্যকর করার ক্ষেত্রে এ উইং সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে ।
- ওয়াশিংটন-ডিসিতে Meridian Center কর্তৃক আয়োজিত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তে অনুষ্ঠিত “Workshop on Financial inclusion in South and South-East Asia- শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণ করে মিশন প্রতিনিধি বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন । সভায় বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতির বিষয় প্রসংশিত হয়, বিশেষ করে বিকাশের মাধ্যমে রেমিটেন্স প্রেরণ এবং দরিদ্র মহিলাদের জন্য ঋণ বিতরণের বিষয়টি অত্যন্ত প্রশংসিত ছিল ।এতে বার্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেকাংশে উজ্জল হয়েছে ।
- ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Business Council for International Understanding (আর্ন্তজাতিক সমঝোতার জন্য ব্যবসা পরিষদ)-এর সাথে এক গোলটেবিল বৈঠক করেন । বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সর্ম্পকে তুলে ধরেন । ইকনমিক উইং এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান করা সহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে ।
- যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ২৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে Sustainable Development Goals (SDGs) এবং Social Accountablility held in World Bank Headquarters এর মধ্যকার এক গোলটেবিল বৈঠক ইকনমিক মিনিস্টার অংশগ্রহণ করেন । বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন ।
- এছাড়াও, দূতাবাস থেকে বাংলাদেশীদের জন্য সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগসহ বাংলাদেশের বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহের সুবিধা প্রদান করে চলেছে । ইকনমিক উইং দূতাবাসের ওয়েবসাইটে নিয়মিত বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে চলেছে ।

২.৩.১.১১ ইকনমিক উইং, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, নিউইয়র্ক ঃ

জনবলঃ ইকনমিক মিনিস্টার-১ জন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ জন

কার্যাবলীঃ

- উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জাতিসংঘের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- ECOSOC (Economic and Social Council), Group-77, Group of Least Developed Countries (LDCs) Most Vulnerable Countries (MVC) সহ বিভিন্ন Strategic Group এর সংগে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) UN Office of the High Representative for LDC, LLDC and SIDS (UNOHRLLS) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৃদ্ধি নিয়মিত পর্যালোচনা করে আসছে । এবং UN System এর মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যথাযথ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।

(২) বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সফরে UN Committee for Development Policy (CDP) ও প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বৈঠককালে নিম্ন উন্নয়নশীল দেশের অবস্থান সর্ম্পকে গভীরভারে বিস্তারিত আলোচনা হয় । কমিটির সার্বিক আলোচনায় বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য কি কি প্রান্তিক মান অর্জন করতে হবে, সে বিষয়ে গণনা পদ্ধতি এবং বিস্তারিত সূচকগুলো বিবেচনার জন্য আলোকপাত করা হয় ।

(৩) ২ মে ২০১৭ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত “Financing for Development (FfD) follow-up informal consultation”এ বাংলাদেশের কার্যক্রম ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয় । কর্মশালায় জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার আগ্রহ আলোকপাত করা হয়েছে ।

(৪) ইকনমিক উইং জাতিসংঘ সদর দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত Sustainable Development, World Autism Awareness, HIV/AIDS, FfD, ECOSOC-Coordination and management, Capital Markets and the SDGs- সংক্রান্ত সভা ও সেমিনার গুলোতে ইকনমিক উইং-এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন । সভায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টার বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এবং পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনার দিকগুলো চিহ্নিত করে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অবহিত করা হয় ।

(৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশাসন পরিচালনার সময় থেকেই জাতিসংঘের উন্নয়ন ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগিতা বজায় রাখা এবং শক্তিশালীকরণে জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন অত্যন্ত সক্রিয় ও ফলপ্রসূভাবে জড়িত হয়ে আসছে। সেই ধারাবহিকতায় জাতিসংঘে স্থায়ী মিশন খোলাসহ ECOSOC, UNICEF, UNDP, UN-Women and UNFPA-এর সদস্য পদ লাভ করে । বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারাবাহিকতা এবং সরকারের বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং আর্ন্তজাতিকভাবে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের উজ্জল ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তুলতে মিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।

(৬) ইকনমিক মিনিস্টার ৩০ মে ২০১৭ তে ”Annual Session 2017 of UNDP, UNFPA and UNOPS Executive Board” শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন;

(৭) ইকনমিক মিনিস্টার ১৪ জুন ২০১৭ তে UNICEF-এর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত “The UNICEF Executive Board-Child Poverty: A Multidimensional Reality” শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ।

২.৩.১.১২ ইকনমিক উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, টৌকিও, জাপান ঃ

জনবলঃ ইকনমিক মিনিস্টার-১জন ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১জন

কার্যাবলীঃ

- দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদারকরণ সহ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করা;
- বাংলাদেশে জাপানের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা;
- মানবসম্পদ উন্নয়নে জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিকদের অনুকূলে বৃত্তির (Japanese Development Scholarship, Youth Development Program, Monbukagakusho Scholarship ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উলে্লখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১. টোকিও-তে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় জাপান সরকার কর্তৃক সংগঠিত আন্তর্জাতিক ফ্যাশন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় জাপানসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশী RMG (Ready Made Garments) পণ্যের ব্যাপক প্রচারণা হয়।

২. ১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে JICA সভায় জাপানে সম্ভাব্য চাকরি প্রার্থীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশে একটি জাপানি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে আলোচনা হয়, যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাপানে যাওয়ার আগে জাপানের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

৩. JGC (Japan Gasoline Company) বাংলাদেশকে জ্বালানি অবকাঠামো, সামাজিক পরিকাঠামো, শিল্পের অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ব্যবসা সম্প্রসারিত করার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে।

৪. এ সময়ে ৩৮তম ODA Loan Package এবং প্রার্থী প্রকল্পগুলো চূড়ান্তকরণ করা হয়। JICA কর্মকর্তারা চলমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং বাংলাদেশকে সহায়তার জন্য তাঁদের সমর্থন এবং প্রতিশ্রুতি পুনঃবিবেচনা করার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

৫. ইকনমিক মিনিস্টার ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে Jointly Organized by the Embassy of Bangladesh and Link Staff" শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জাপানে বাংলাদেশী কারিগরি প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন;

৬. জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও গণহত্যা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, এক মিনিট নীরবতা পালন করা, বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পাঠানো, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল হয়।

৭. এ সময়ের মধ্যে জাইকার প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র সহ-সভাপতি, মহাপরিচালক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে মিশন প্রতিনিধির বিভিন্ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২.৩.১.১৩ ইকনমিক উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদিআরব ঃ

জনবলঃ ইকনমিক কাউন্সেলর-১জন ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১জন

কার্যাবলীঃ

- বাংলাদেশে সৌদি আরবের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে Saudi Fund for Development (SFD), Council of Saudi Chambers of Commerce and Industries (CSCCI) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা;
- অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, ব্যবসা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ট্যুরিজম ইত্যাদি বিষয়ে সৌদি আরবে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে বাংলাদেশের বিষয়াবলী তুলে ধরা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) ১৩-১৯ মে ২০১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল ৪২তম IDB বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

(২) ১৭-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তে Euromoney Egypt Conference, ৬-৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তে Euromoney Qatar Conference, ২০-২৩ মার্চ ২০১৭ তে Euromoney Jordan Conference এবং ০২-০৩ মে ২০১৭ Euromoney Saudi Arabia Conference গুলোতে ইকনমিক কাউন্সেলর অংশগ্রহণ করেন।

(৩) রিয়াদে SABINCO-এর মহা-পরিচালকের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ Saudi Export Program (SEP)-বিষয়ক এক সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং ইকনমিক উইং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন।

(৪) ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে "Quality Worker and meeting on certification of employees"-শীর্ষক আলোচনা সভায় সৌদি আরবে বাংলাদেশী দক্ষ কর্মীদের গুরুত্ব বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়।

(৫) Council of Saudi Chambers ,Secretary General, Director-International Relations-এর সাথে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

২.৩.১.১৪ ইকনমিক উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম, ইতালি ঃ

জনবলঃ ইকনমিক কাউন্সেলর-১জন ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১জন

কার্যাবলীঃ

- অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে রোমে অবস্থিত জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা যথা খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), ইফাদ (IFAD), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এবং ইতালি সরকারের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা;

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১) ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত দুইজন সদস্য নিয়ে IFAD- পরিচালনা পর্ষদের ৪০তম সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২) WFP-এর নতুন নির্বাহী পরিচালক এবং WFP-এর এশিয়া প্যাসিফিকের আঞ্চলিক পরিচালকের সাথে মিশন প্রতিনিধির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশের জন্য কি ভাবে আরো বেশি সম্পদ পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

৩) ইকনমিক কাউন্সেলর SDGs (Sustainable Development Goals)-এর উপর সকল সভায়, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় কি ভাবে ২০৩০ সালের ভিতরে SDGs (Sustainable Development Goals) অর্জন করা যায়, শান্তি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

৪) ইকনমিক কাউন্সেলর Asia Group Meeting-এর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে কার্যকর অংশগ্রহণ করেন।

৫) ইকনমিক কাউন্সেলর ১২-১৫ জুন ২০১৭ তে WFP-এর বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৬) ইকনমিক কাউন্সেলর FAOSTAT for Agricultural Productivity- এর সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় কৃষির সঠিক তথ্য ব্যবহার এবং সংগ্রহের উপর গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

২.৩.১.১৫ ইকনমিক উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্রাসেল্‌স, বেলজিয়াম ঃ

জনবলঃ প্রথম সচিব (ইকনমিক)-১জন ও স্টেনোটাইপিস্ট-১জন

কার্যাবলীঃ

- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ফোরামে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করা;
- অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে বেলজিয়াম ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) EU- Bangladesh Joint Commission-এর মধ্যে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে Sub-group Meeting on Trade এবং ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে Sub-group Meeting on Good Governance and Human Rights-শীর্ষক সভায় বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ইকনমিক উইং-এর প্রথম সচিব । উল্লেখিত সভাগুলোতে Phyto-Sanitary অবস্থা সম্পর্কিত অনেকগুলো বিষয়, কাঁচামাল, সুশাসন, মৃত্যুদন্ড, বাল্যবিবাহ, আসন্ন নির্বাচন এবং জনগনের অর্ন্তধান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বাহিনীর ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয় ।

(২) ১২ জুলাই ২০১৬ ইউরোপীয় কমিশনের সহকারী নীতি কর্মকর্তা Mr. Manel Laporta Grau-এর সাথে দূতাবাসে সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় Marie Sklodowska-Curie নামক স্কলারশিপ প্রোগ্রামের অধীনে বাংলাদেশী গবেষকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় ।

(৩) ১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মানবিক সাহায্য ও সিভিল সুরক্ষা, ইউরোপীয় কমিশন-এর প্রতিনিধির সাথে এবং ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বাণিজ্য নীতি সমন্বয়কারী দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল, ইউরোপীয় কমিশন-এর প্রতিনিধির সাথে মিশন প্রতিনিধির সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় গভর্নেন্স এবং মানবাধিকারের জন্য উপ-গ্রুপের ৭ম বৈঠকের প্রস্তুতি এবং বাণিজ্যের জন্য উপ-গ্রুপের ৭ম বৈঠকের আলোচনা হয় ।

(৪) ২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে Mr.Christos Stylianides (ইউরোপীয় কমিশনার, মানবিক সাহায্য এবং সংকট ব্যবস্থাপনা)-এর সাথে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় শ্রমিকের অধিকারের পতাকা এবং তৈরি পোশাক শিল্পের (আরএমজি) শ্রমিক সংগঠনের জন্য স্বাধীনতা বজায় রাখতে বাংলাদেশের প্রতি EU-এর বিদ্যবান চাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । মান্যবর কমিশনার আরো জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ সরকার EU-এর পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন ।

(৫) প্রথম সচিব (ইকনমিক) গত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে “ARF (ASEAN Regional Forum) Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism”- শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ।

(৬) প্রথম সচিব (ইকনমিক) ২১শে মার্চ ২০১৭ তারিখে EBCA (European Branded Clothing Alliance)-এর সাথে সভায় অংশগ্রহণ করেন ।

২.৩.১.১৬ ইকনমিক উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক, থাইল্যান্ড ঃ

জনবলঃ ইকনমিক কাউন্সেলর-১জন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১জন

কার্যাবলীঃ

- UNESCAP ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কার্য সম্পাদন ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১) ইকনমিক উইং বিভিন্ন বিষয়ে এসকাপ, অর্থনেতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদান ।

২)	প্রতিবছর এসকাপের মাইক্রো ইকনমিক পলিসি এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, ট্রান্সপোর্ট, এনভায়রনমেন্ট, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন এন্ড আইসিটি, সোসাল ডেভেলপমেন্ট, স্ট্যাটিসটিকস বিভাগের আওতায় মন্ত্রী পর্যায়ের কনফারেন্স, কমিটি সভা, ইন্টার গভর্নমেন্টাল সভা, সেমিনার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি দল এতে অংশগ্রহণ করেন। ইকনমিক কাউন্সেলর সার্বিক সহায়তা প্রদানসহ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৩)	প্রতি বছর UNESCAP এর কমিশন সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেশনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশন সেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি সামষ্টিক অর্থনীতি, বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবেশ, তথ্য ও প্রযুক্তি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক উন্নয়ন, পরিসংখ্যান, মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম, সাফল্য, সার্বিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মত বিনিময় করেন।

৪)	এসকাপ বিভিন্ন সেক্টরে যথা ট্রেড ফ্যাসিলেটেশন, আইসিটি, স্পেস টেকনোলজি, ট্রান্সপোর্ট, পরিবেশ, পরিসংখ্যান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইকনমিক উইং এসকাপের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, যাতে বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে কার্য পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৫)	০৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রোগ্রামে নারী উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং এই ফোরামে বাংলাদেশের অর্জন দেখানো হয়।

২.৩.১.১৭ ইকনমিক উইং, বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং, চীন ঃ

জনবলঃ ইকনমিক কাউন্সেলর-১জন

কার্যাবলীঃ

- বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও বেগবান করা।
- বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

১)	চীনের বেইজিংয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের নবসৃষ্ট ইকনমিক উইং-এ জনাব এ.এইচ.এম জাহাঙ্গীর গত ০৭ জুন ২০১৭ তারিখে ইকনমিক কাউন্সেলর হিসাবে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগদান করেন।

২)	চীনের ঝেনহুয়া অয়েল কোঃ লিঃ এর ব্যবসা ব্যবস্থাপক জনাব জিং ইয়ে-এর সাথে ইকনমিক কাউন্সেলয়ের সাথে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে জনাব জিং ইয়ে বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন।

৩)	জনাব সুসান ফা, আঞ্চলিক প্রধান, আইসিবিসি ব্যাংক-এর সাথে ইকনমিক কাউন্সেলের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জনাব সুসান ফা বাংলাদেশের কিছু মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগে তাঁদের ব্যাংকের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি একটি বাস্তব প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

৪)	মিজ জেনি চেং এর সাথে চীনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান SINO-BANGLA DEVELOPMENT COM.LTD এবং ইকনমিক কাউন্সেলর-এর সাথে সাক্ষাৎ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের সুযোগ সন্ধানের আগ্রহ প্রকাশ করে।

২.৩.২ “মধ্যপ্রাচ্য অধিশাখা ” অংশের কার্যক্রমঃ

সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যপ্রাচ্য অধিশাখা (মধ্যপ্রাচ্য-১, ২ ও ৩ শাখা) হতে প্রধানত: নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা হয়:

২.৩.২.১ অর্থায়ন (ঋণ ও অনুদান) সংক্রান্ত কার্যক্রম

মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার নিম্নলিখিত বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন (ঋণ ও অনুদান) সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণ, সমন্বয় ও পর্যালোচনা করে থাকে:

1) Islamic Development Bank (IDB)
2) Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)
3) International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)
4) Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD)
5) Kingdom of Saudi Arabia and Saudi Fund for Development (SFD)
6) State of Kuwait and Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED)
7) OPEC Fund for International Development (OFID)
8) UAE and Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)
9) Qatar, Iran, Turkey, Iraq, Egypt-সহ মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা

যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন/যৌথ কমিশন/যৌথ কমিটি সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

নিম্নলিখিত দেশসমূহের সাথে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (জেইসি)/যৌথ কমিশন/যৌথ কমিটি সভা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়:

- সৌদি আরব
- ইরান
- তুরস্ক
- সংযুক্ত আরব আমিরাত
- কুয়েত

অন্যান্য চলমান কার্যক্রমঃ

- Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) কর্তৃক জ্বালানি তেল আমদানীতে International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)-এর অর্থায়ন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়;
- SFD'র Saudi Export Programme-এর আওতায় সৌদি আরব থেকে Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC) কর্তৃক সার আমদানী প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Islamic Development Bank (IDB)-এর Merit Scholarship Programme-এর আওতায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়, এবং
- OFID এবং ICD কর্তৃক বেসরকারি খাতে অর্থায়ন/বিনিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ ।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে স্বাক্ষরিত অর্থায়ন চুক্তিসমূহঃ

এ অনুবিভাগের মধ্যপ্রাচ্য অধিশাখার আওতায় উন্নয়ন সহযোগীসমূহ মূলত: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়নসহ সামাজিক অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ অধিশাখার আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে **৩৫৫.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৪ (চার)টি ঋণচুক্তি** স্বাক্ষরিত হয়েছে। তন্মধ্যে IDB হতে ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ৩৪২.৫০ মি.মা.ডলার এবং SFD হতে ১টি প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১৩.৩৩ মি.মা.ডলার।

২.৩.২.২ Islamic Development Bank (IDB):

1. Construction of Ashuganj 400(+5%) MW Combind Cycle Power Plant (East)
    - বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে 'আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কো.লি.'
    - অর্থায়নের পরিমাণ: ২২০.০০ মি.মা.ডলার (ঋণ); চুক্তি স্বাক্ষর: ৩১/০৭/২০১৬
    - প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ইতোপূর্বে অকেজো হয়ে যাওয়া 150 MW Stem Turbine Power Plant-এর স্থলে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন 400 MW Combind Cycle Power Plant স্থাপন

2. Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashava Project in Bangladesh
    - বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ
    - অর্থায়নের পরিমাণ: ৮৯.৩০ মি.মা.ডলার (ঋণ) (চুক্তি স্বাক্ষর, IDB: ১০/০১/২০১৭)
    - প্রকল্পের উদ্দেশ্যে: দেশের ১৯টি জেলার ২৩টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন

3. Rangpur Division Agriculture and Rural Development Project, Bangladesh
    - বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
    - অর্থায়নের পরিমাণ: ৩৩.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চুক্তি স্বাক্ষর, IDB: ১৬/০৫/২০১৭)
    - প্রকল্পের উদ্দেশ্য: রংপুর বিভাগে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কমসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করা

২.৩.২.৩ Saudi Fund for Development (SFD)

Construction of Flyover Bridges in Dhaka [Moghbazar- Mouchak Flyover])Additional Financing) (2nd Loan)

- বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন্ ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- অর্থায়নের পরিমাণ: ১৩.৩৩ মি.মা.ডলার (২য় ঋণ); চুক্তি স্বাক্ষর:০৪/০৮/২০১৬
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ঢাকা মহানগরীর উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে সাতরাস্তা, এফডিসি, মগবাজার, মৌচাক, শান্তিনগর, মালিবাগ এলাকায় এবং মগবাজার-মালিবাগের দু'টি রেল ইণ্টারসেকশনসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৮.২৫ কি.মি. দীর্ঘ এ উড়াল সেতু নির্মাণের মাধ্যমে যানজট নিরসন করা ।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- IDB'র বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৪২তম বার্ষিক সভা

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)'র বোর্ড অব গভর্নরস-এর "৪২তম বার্ষিক সভা" ১৪-১৮ মে ২০১৭ মেয়াদে সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয় । ৪২তম বার্ষিক সভায় আইডিবি বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর নেতৃত্বে ১১ (এগার) সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে ।

সভা চলাকালে আইডিবি'র সহযোগী সংস্থা Islamic Corporation for the Insurance of Investment & Expert Credit (ICIEC)-এর ২৩তম বার্ষিক সভা, ISFD'র ৯ম বার্ষিক সভা, ICD'র ১৬'শ বার্ষিক সভা এবং ITFC'র একাদশ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় । বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ এ সকল গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণ করেন ।

চিত্রঃ জেদ্দায় অনুষ্ঠিত IDB’র বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৪২তম বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হতে আগত গভর্নরগণ

- আইডিবি বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর দায়িত্ব পালনঃ

সৌদিআরব সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী Mohammed Al Jadaan গত ১৭ মে ২০১৭ তারিখ সন্ধ্যায় জেদ্দা হিলটন হলে আইডিবি বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৪২-তম বার্ষিক সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনটি অধিবেশনে (Working Session) বিভক্ত এ বার্ষিক সভায় আইডিবি’র বোর্ড অব গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রতিটি সেশনে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আইডিবি’র ৪২-তম বার্ষিক সভায় সকল সদস্যদেশের প্রতিনিধিগণকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সউদ-কে বিশ্বমানবতা এবং মুসলিম উম্মাহ’র সার্বিক কল্যাণে অনন্য অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। একই সাথে আইডিবি’র সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ মোহামেদ আলীকে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আইডিবি-কে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় একটি বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তরিক অভিবাদন জানান। এছাড়াও, বর্তমান প্রেসিডেন্ট Dr Bandar M.H.Hajjar-এর গতিশীল নেতৃত্বে আইডিবি’র অগ্রযাত্রা আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান উগ্র জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, আয় বৈষম্য, অভিবাসন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খাদ্য সংকটের কারণে বৈশ্বিক সমাজ ব্যবস্থায় যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এসব সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিতকরণপূর্বক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পুর্নব্যক্ত করেন। আইডিবি বোর্ড অব গভর্নরস-এর বার্ষিক সভায় চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান বাংলাদেশ সরকারের জন্য ছিল এক বিরল সম্মানের।

চিত্রঃ আইডিবি'র মান্যবর প্রেসিডেন্ট Dr. Bandar M.H. Hajjar-এর পাশে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত আইডিবি'র ৪২তম বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন

- সৌদি আরবের মাননীয় অর্থমন্ত্রী H.E. Mohammed Al Jadaan এবং সৌদি ফান্ডের মান্যবর ভাইস প্রেসিডেন্ট H.E. Eng. Yousef Ibrahim Al-Bassam-এর সাথে পার্শ্বসভাঃ

আইডিবি'র ৪২তম বার্ষিক বোর্ড অব গভর্নরস-এর সভা চলাকালীন গত ১৬ মে ২০১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে সৌদি সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী Mohammed Al Jadaan-এর একটি দ্বি-পাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সৌদি ফান্ডের মান্যবর ভাইস প্রেসিডেন্ট Eng. Yousef Ibrahim Al-Bassam উপস্থিত ছিলেন। সভায় সৌদি অর্থমন্ত্রী সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদিও তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান যে, বাংলাদেশে বর্তমানে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। সৌদি অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সৌদি অর্থমন্ত্রীকে বাংলাদেশের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্পর্কে (Special Economic Zone) বিস্তারিত অবহিত করেন এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে সৌদি বিনিয়োগ আহবান করেন। এছাড়া, সৌদি সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটির সর্বশেষ অবস্থা অর্থাৎ একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদনের বিষয়টি তিনি সৌদি অর্থমন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং এ প্রকল্পে অর্থায়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করার জন্য সৌদি সরকারকে অনুরোধ জানান। সভায় সৌদি আরবের মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে সম্প্রতি চালু হওয়া সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্প মেয়াদী আরবি ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান। আরবি ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সৌদি আরবে আরবি ভাষার ওপর ৩/৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করার বিষয়ে সৌদি সরকারের সার্বিক সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী সভায় উপস্থিত সৌদি ফান্ডের মান্যবর ভাইস প্রেসিডেন্টকে সার আমদানীতে বাংলাদেশকে স্বল্প মেয়াদে Trade Financing Facility-এর প্রস্তাব দেয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তবে, বার্ষিক কর্মসূচির পরিবর্তে ৫ বছর মেয়াদি কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। মান্যবর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেন। এছাড়া, সম্প্রতি Establishment of Burn and Plastic Surgery Units Project এর অনুকূলে অর্থায়ন অনুমোদনের জন্য তিনি মান্যবর ভাইস প্রেসিডেন্ট-কে ধন্যবাদ জানান। সৌদি ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্পের অগ্রগতির

বিষয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অধিকন্তু, National Cancer Research Institute & Hospital এবং National Eye Institute and Hospital শীর্ষক প্রকল্প দুটিতে অর্থছাড় ত্বরান্বিত করার বিষয়ে তিনি সৌদি ফান্ডের ভাইস প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। পরিশেষে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী সৌদি আরবের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং সৌদি ফান্ডের মান্যবর ভাইস প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

- আইডিবি প্রেসিডেন্ট H.E. Dr. Bandar M.H. Hajjar-এর সাথে পার্শ্ব সভা এবং ঋণচুক্তি স্বাক্ষরঃ

আইডিবি'র ৪২তম বার্ষিক বোর্ড অব গভর্নরস-এর সভা চলাকালীন ১৬ মে ২০১৭ তারিখে আইডিবি'র প্রেসিডেন্ট Dr. Bandar M.H Hajjar-এর সাথে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একটি পার্শ্বসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আইডিবি'র প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় Dr. Bandar M.H. Hajjar-কে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আইডিবি আগামী দিনগুলোতে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বমঞ্চে এর বর্তমান অবস্থান সুসংহত রেখে এগিয়ে যাবে মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী Fael Khair কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাসমূহে স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণে আইডিবি'র ভূমিকার প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে সভায় উপস্থিত আইডিবি'র কর্মকর্তাবৃন্দ স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টারসমূহের নির্মাণ পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা জানতে চান। জবাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে সাইক্লোন শেল্টারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়ের সংস্থান করা হবে। এছাড়াও মাননীয় অর্থমন্ত্রী আইডিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের শর্ত ও হার বাংলাদেশের জন্য আরো নমনীয় করার বিষয়টি বিবেচনা জন্য অনুরোধ জানান। আইডিবি'র প্রেসিডেন্ট বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আইডিবি'র মান্যবর প্রেসিডেন্টকে তাঁর সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। সভার শেষ পর্যায়ে, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে "Rangpur Division Agriculture and Rural Development"-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩৩.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং আইডিবি'র পক্ষে আইডিবি'র মান্যবর প্রেসিডেন্ট চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন।

চিত্রঃ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত "Rangpur Division Agriculture and Rural Development" শীর্ষক প্রকল্পের ঋণ চুক্তিপত্র পারস্পরিক হস্তান্তর

- International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)-এর সিইও Eng. Hani Salem Sonbol-এর সাথে সাক্ষাতঃ

International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)-এর সিইও Eng. Hani Salem Sonbol মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সার ও জ্বালানি তেল আমদানিতে বাংলাদেশকে Short Term Trade Financing সুবিধা প্রদান করার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী ITFC-এর প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশের জন্য ITFC ঋণের মার্ক আপ কমানোর জন্য অনুরোধ করেন। ITFC-এর সিইও বিষয়টি বিবেচনা করবেন মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন।

- Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)-এর সিইও Mr. Khaled Al-Aboodi-এর সাথে সাক্ষাৎঃ

মাননীয় অর্থমন্ত্রী Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)-এর সিইও Mr. Khaled Al-Aboodi-এর সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। Mr. Khaled Al-Aboodi মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন। Mr. Khaled মাননীয় মন্ত্রীকে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বেসরকারী বিদ্যুৎ খাতে ICD'র বিনিয়োগ সম্পর্কে অবহিত করেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য নমনীয় শর্তে ICD-কে ঋণ প্রদানের জন্য Mr. Khaled-কে অনুরোধ জানান। প্রত্যুত্তরে, Mr. Khaled জানান যে, আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়টি তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিবেচনাধীন আছে।

IDB'র Fael Khair Program-এর আওতায় নির্মিত স্কুল-কাম-সাইক্লোন সেন্টার হস্তান্তর

২০১৬-১৭ অর্থবছরে Fael Khair Program-এর আওতায় ২১টি স্কুল-কাম-সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণকাজ সম্পন্নকরত বাংলাদেশ সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত মোট ১১৬টি স্কুল/মাদ্রাসা-কাম সাইক্লোন সেন্টার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

IDB'র Merit Scholarship Program

IDB'র Merit Scholarship Program-এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-এ IDB-তে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০১০-২০১১ শিক্ষা বর্ষ হতে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষা বর্ষ পর্যন্ত জৈবপ্রযুক্তি, কৃষি, স্বাস্থ্য, ন্যানো প্রযুক্তি, আইসিটি ও শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে PhD প্রোগ্রামে ১৭ জন এবং পোস্ট ডক্টরাল প্রোগ্রামে ৫ জন বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন।

SFD'র Saudi Export Program-এর আওতায় সৌদি আরব থেকে BCIC কর্তৃক সার আমদানি

সৌদি আরব থেকে সার আমদানির জন্য SFD'র Saudi Export Program কর্তৃক প্রস্তাবিত ৫০.০০ মি.মা.ডলারের ঋণ প্রস্তাবটি "Standing Committee on Non-concessional Loan"-এর গত ১৮তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং ঋণ স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে।

২.৩.২.৪ বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে OFID-এর বিনিয়োগঃ

বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে OFID-এর বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের জন্য মে ১৯, ২০০০ তারিখে স্বাক্ষরিত 'Agreement for the Encouragement and Protection of Investment between the Government of Bangladesh and the OPEC Fund' শীর্ষক চুক্তির আওতায় বেসরকারি খাতে "Summit Narayanganj Power Unit II Linited (SNPL II)"-এর অনুকূলে ওপেক ফান্ড কর্তৃক ১২.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অনাপত্তি (Statement of No Objection) প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে ICD-এর বিনিয়োগঃ

বেসরকারি খাতে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট IDB'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান Islamic Cooperation for Development of the Privare Sector (ICD)-এর General Capital Increase-এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ৬১৮টি নতুন শেয়ার ক্রয় করেছে। বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে ICD ইতোমধ্যে Pran group, Noman group, Banko power ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছে। আকিজ গ্রুপকে ঋণ প্রদানের বিষয় পর্যালোচনার জন্য ICD'র ০৪ (চার) সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ০৮-০৯ মে, ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে।

উন্নয়ন সহযোগী দেশ/ সংস্থার প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফর এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের বিদেশ সফরঃ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন প্রক্রিয়াকরনের জন্য এ অনুবিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন সহযোগীদের উল্লেখযোগ্য সফরসমূহ নিম্নরূপঃ

২.৩.২.৫ IDB-এর অর্থায়নে বাস্তবায়ন/মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের Appraisal/Evaluation Mission

- ০৯-২১ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে আইডিবি'র একটি Appraisal Mission বাংলাদেশ সফর করেছে;
- ১৬-২২ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে আইডিবি'র একটি Multi-disciplinary Mission বাংলাদেশ সফর করেছে;
- ২০-২৩ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশে আইডিবি'র Country Gateway Office" স্থাপনের বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত একটি Mission বাংলাদেশ সফর করেছে;
- ২৬-৩১ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে আইডিবি'র একটি 'Portfolio Supervision Mission' বাংলাদেশ সফর করেছে;
- ০৩-০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে আইডিবি'র ০৩ সদস্যের একটি মিশন Country Gateway Office" স্থাপনের বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'Low Income Urban Communities' শীর্ষক প্রকল্প পর্যালোচনার জন্য আইডিবি'র একটি মিশন ১৮-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করেছে;
- গত ২৪ সেপ্টেম্বর ০৫ অক্টোবর, ২০১৬ মেয়াদে তুরস্কের ০৪ (চার) জন বিশেষজ্ঞ ও আইডিবির কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি Validation Mission বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত 'Regional Submarine Telecommunications Project', 'Bhola 225 MW CCPP Project' এবং 'Rural Electrification Project' শীর্ষক প্রকল্পসমূহের Project Supervision এবং Project Completion সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পদানের লক্ষ্যে আইডিবি'র একটি Multi-disciplinary Mission ২৯ অক্টোবর-০৩ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত Bhola 225 MW Combined Cycle Power Plant প্রকল্পের PISAR প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে আইডিবি'র ০১ (এক) সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন ১৯-২৫ নভেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি প্রণীত 3-Year Work Program (2017-2019) এর Active Portfolio Status পর্যালোচনার জন্য আইডিবি-এর একটি Programming Mission ৩০ অক্টোবর - ০৩ নভেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি'র অর্থায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত "Establishment of Union Health Centers Project" এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত "Integrated Village infrastructure Development Project" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের Post-Evaluation-এর জন্য আইডিবি'র একটি মিশন গত ১৫-২৫ নভেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত 'Agricultural Support for Smallholders in South-Western Region of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের Supervision ও Follow Mission সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পদানের লক্ষ্যে আইডিবি'র একটি মিশন গত ১৭ ডিসেম্বর - ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি'র Fael Khair Program-এর আওতায় বাস্তবায়িতব্য 'Medical Mobile Units for Health Care in Rural Areas in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পে Friendship নামক এনজিও-এর সাথে প্রকল্পের Implementation Modalties এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার করার জন্য আইডিবি-এর ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন ১৭-২৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ এবং ০৫-০৯ মার্চ ২০১৭ তারিখ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;

- আইডিবি'র অর্থায়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য 'Rural Peri-Urban Housing Finance Project' শীর্ষক প্রকল্পটি Appraise করার লক্ষ্যে আইডিবি'র ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি Appraisal Mission গত ১৪-২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি'র অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় BADC কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Enhancing Quality Seeds Supply Project' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে আইডিবি'র ০২ (দুই) সদস্যের একটি Supervision মিশন গত ১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ মেয়াদে বাংলাদেশে সফর করেছে;
- আইডিবি'র অর্থায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য 'Establishment of International Center for Natural Products Research' শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পূর্ববর্তী বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করার লক্ষ্যে আইডিবি'র ০২ (দুই) সদস্যের একটি Preparation মিশন গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখ এবং একটি Appraisal Mission মিশন গত ১৬-২১ এপ্রিল, ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি ও মালয়েশিয়া সরকারের অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত 'Marine Fisheries Capacity Building' শীর্ষক প্রকল্প পর্যালোচনার লক্ষ্যে মালয়েশিয়া সরকারের ০৪ (চার) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেছে;
- আইডিবি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির Supervision Mission গত ২৯ এপ্রিল - ০৫ মে, ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে;এবং
- আইডিবি'র অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'The Greater Rangpur Agriculture and Rural Development Project' শীর্ষক প্রকল্পটির Post-Evaluation সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আইডিবি'র একটি Post-Evaluation Mission গত ২০-২৭ মে, ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেছে।

KFAED-এর Mission-এর বাংলাদেশ সফর

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ৫১টি পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে 'Urban Infrastructure Development Project' শীর্ষক প্রকল্পে ৫১.০০ মি.মা.ডলার অর্থায়ন প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য KFAED-এর ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন ১২-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে সমীক্ষা কাজ সম্পাদন করেছে।

OFID-এর Mission-এর বাংলাদেশ সফর

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় এবং কুয়েত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পে OFID-এর ৩০.০০ মি.মা.ডলার সহ-অর্থায়নের বিষয়টি Appraisal-এর লক্ষ্যে OFID-এর ০২ (দুই) সদস্যের একটি মিশন ০২-০৭ এপ্রিল ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করে এবং একটি Aide Memoire স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য) জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম এবং ওপেক ফান্ডের পক্ষে OFID-এর Senior Public Sector Operations Officer Ms. Shaimaa Al Sheiby উক্ত Aide Memoire-এ স্বাক্ষর করেন।

ADFD-এর Mission-এর বাংলাদেশ সফর

ADFD-এর ০২ (দুই) সদস্যের একটি মিশন উক্ত ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য গত ৩০ জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করে। মিশনটি চট্টগ্রাম জেলায় বাস্তবায়নাধীন "Shikalbaha 225 MW Dual Fuel CCPP Project" শীর্ষক প্রকল্প এবং জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত "SASEC Road Connectivity Project" শীর্ষক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে।

SFD'র Mission-এর বাংলাদেশ সফর

SFD'র একটি এ্যাপ্রাইজাল মিশন 'Dhaka Circular Route and Eastern Bypass Project' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে অর্থায়নের বিষয়ে Project Apprisal-এর লক্ষ্যে ১৭-২০ জানুয়ারি ২০১৭ মেয়াদে ঢাকা সফর করে।

ITFC Mission-এর বাংলাদেশ সফর

গত ফেব্রুয়ারি ১৯-২৩, ২০১৭ মেয়াদে ITFC'র তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি Mission ঢাকা সফর করে এবং মিশনটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এবং বিসিআইসি-এর সাথে দ্বি-পাক্ষিক সভায়

মিলিত হয়। এছাড়াও, ITFC'র উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, আফ্রিকার ৫টি দেশ, Burkina Faso, Benin, Cote D'lvoire, Mali ও Chad-এর একটি প্রতিনিধি দল এবং বাংলাদেশের স্পিনিং মিল কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে এ্যাপারেল সেক্টরের উন্নয়নে Cotton B2B সভা ০৯-১০ এপ্রিল, ২০১৭ মেয়াদে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত Cotton B2B সভাকালে ITFC'র প্রতিনিধিদলটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর; বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান; বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের SFD'র সদর দপ্তর সফর

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য) জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম-এর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগসহ এ বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গত ১১-১৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে SFD'র সদর দপ্তর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ সফর করেন। সফরকালে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত "Establishment of Burn and Plastic Surgery Units Project" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে SFD'র অর্থায়ন সংক্রান্ত Loan Negotiation সম্পন্নকরত উভয় পক্ষ একটি Draft Loan Agreement অনুস্বাক্ষর করে। Draft Loan Agreement-এ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য) জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম এবং SFD'র মহাপরিচালক Mr. Ahmed Al-Ghannam অনুস্বাক্ষর করেন।

চিত্রঃ SFD'র সদর দপ্তর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে গত ১২/০৪/২০১৭ তারিখে "Establishment of Burn and Plastic Surgery Units Project" শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে Draft Loan Agreement অনুস্বাক্ষরিত হয়। Draft Loan Agreement-এ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও মধ্যপ্রাচ্য) জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম এবং SFD'র মহাপরিচালক Mr. Ahmed Al-Ghannam অনুস্বাক্ষর করেন।

<u>আন্তঃমন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সভা</u>

মধ্যপ্রাচ্য অধিশাখা (মধ্যপ্রাচ্য-১, ২ এবং ৩ শাখা)-এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, খসড়া ঋণ চুক্তি পর্যালোচনা পাইপলাইন প্রকল্পে অর্থায়ন অনুসন্ধান, প্রক্রিয়াকরণ, সৌজন্য সাক্ষাত, যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (জেইসি) সভা পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ৫৫টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা/অন্যান্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।